দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩/১০/২০০৩
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃ ২.৩ কলাম ...৬...

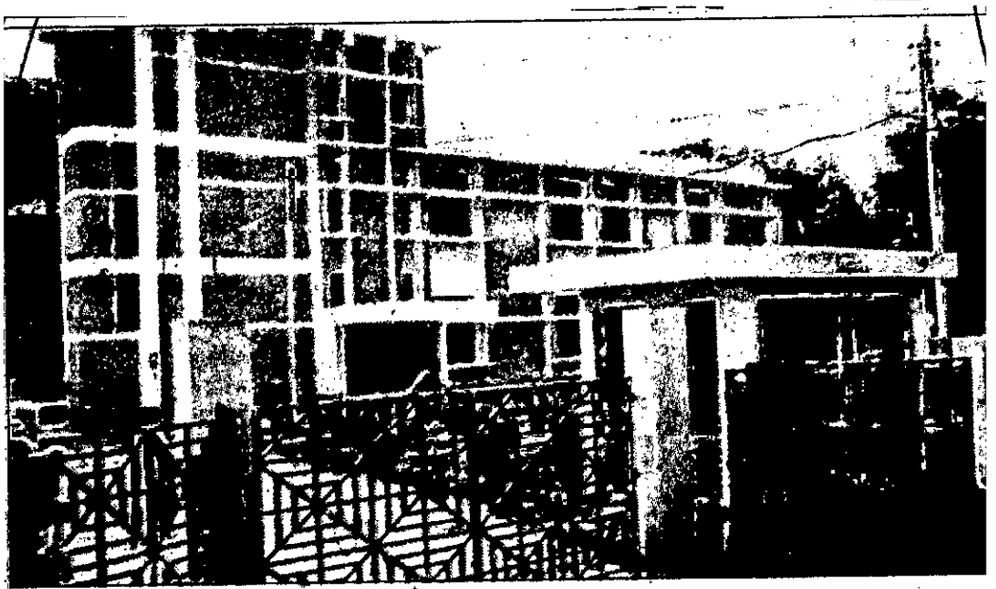



উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরীর নবনির্মিত ভবন —জন

# বগুড়া উডবার্ন লাইব্রেরী

**সমুদ্র হক**

বগুড়ার অতি প্রাচীন এক লাইব্রেরী নীরবে-নিভৃতে জ্ঞানের আলো দেয়ার জন্য সাজিয়ে রেখেছে বই। 'বই পড়ার ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই কমে গিয়েছে এখন। তবুও যারা আসছে তাদের নিয়েই আশাবাদী...' কথাগুলো বলছিলেন প্রবীণ লাইব্রেরিয়ান নূরুল ইসলাম মোল্লা (মোল্লা ভাই হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত), যার জীবনের প্রায় পুরোটা সময় কেটে যাচ্ছে এই লাইব্রেরীতে। 'অনেক সমস্যাই তো আছে! ক'টাই বা সামাল দেবে সরকার। তবুও ভাল গত বছর লাইব্রেরীটির নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে..।' বললেন তিনি। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, নতুন ভবনে লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত হয়নি। কবে হবে তাও বলতে পারে না লাইব্রেরী পরিচালনা পর্ষদ। সূত্র জানায়, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র যেদিন ইচ্ছা করবে সেদিনই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নতুন ভবনে 'শিফট' হবে। এই ভবনের প্রবেশ পথটিতে এখনও তালা। প্রাচীন এই লাইব্রেরীর নাম—বগুড়া উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনমানের উন্নয়নে প্রায় দেড় শ' বছর আগে বই পড়ার আগ্রহ গড়ে তুলতে এই লাইব্রেরীর যাত্রা শুরু। বর্তমানে বগুড়ার অতি প্রাচীন এডওয়ার্ড পার্কের এক কোনায় এই লাইব্রেরীর অবস্থান। তবে দেড় শ' বছর আগে এটি ছিল অন্য জায়গায়। তখন ১৮৫৪ সাল। তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হ্যানরি রাসেল শহরে করতোয়া নদীর তীরে ইংরেজ সাহেবদের ক্লাবের কাছে নিজ আগ্রহে স্থাপন করেন ছোট্ট এক লাইব্রেরী। পদস্থ রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় স্থানীয় ভূস্বামী ও জমিদারদের কাছ থেকে দানের অর্থ নিয়ে নির্মাণ করেন পাকা ভবন। তিনি চলে যাবার পর পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট লারকিন্স স্থানীয় জমিদার ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে দানের অর্থ নিয়ে বই সংগ্রহ ও মান উন্নয়ন করেন। পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে পরিচালনা করেন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী। তবে সে সময় শুধু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যায়। সঙ্কোচ, জড়তা, কখনও অমূলক এক ভীতির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতরা ইংরেজ সাহেবদের ভবনে যেত না। এই সঙ্কোচ কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন ম্যাজিস্ট্রেট লারকিন্স। এর কিছুদিন পর ১৮৮৫ সালে এক ভূমিকম্পে বগুড়ার অধিকাংশ অট্টালিকার সঙ্গে লাইব্রেরীটিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ধ্বংসের পর এবার লাইব্রেরী পুনর্স্থাপনের দায়িত্ব নেন বগুড়ার তৎকালীন নবাব সৈয়দ সোবহান চৌধুরী। একই স্থানে টিনের চালায় ফের নির্মিত হয় ওই লাইব্রেরী। এর কিছুদিন পর ফের এক ধ্বংসের থাবা। তখন ১৮৯৭ সাল। সেবারও ভূমিকম্পে বহু ঘরবাড়ির সঙ্গে

## দেড় শ' বছরের ইতিহাস

বিধ্বস্ত হয় লাইব্রেরী। ১৯০৮ সাল। বগুড়ার তৎকালীন ডেপুটি ইনচার্জ জে এন গুপ্ত এই লাইব্রেরীকে গণমুখী করার উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উকিল-মোক্তারসহ সর্বস্তরের শিক্ষিতজনকে একত্রিত করে জমিদারকে সঙ্গে নিয়ে নতুন এক কাঠামো গড়ে তোলেন। এবার আর আগের স্থানে নয়। বগুড়ার এডওয়ার্ড পার্কের ভিতরে উত্তর দিকের এক কোনায় পাকাঘর নির্মিত হয়। সব শ্রেণীর মানুষ যাতে এই লাইব্রেরীতে আসতে পারে সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে পাড়া-মহল্লায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদস্য বানানো হয়। এরপর একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন আসাম বাংলার লেফটেন্যান্ট গবর্নর উডবার্নের নামানুসারে লাইব্রেরীর নামকরণ হয় 'উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী।'

১৯৪৭ সালে পার্টিশনের পর বড় ধরনের দুর্যোগের মধ্যে পড়ে এই লাইব্রেরী। কে নিয়ন্ত্রণ করবে, কে রক্ষণাবেক্ষণ কর কার অধীনে থাকবে– এসব নানা সমস জটে পড়ে। এ সময় অনেক মূল্যবান নষ্টও হয়। উধাও হয়ে যায় কিছু। ধ ধীরে সামলে নেয়া হয় এই সমস্যা স্থা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সা সহযোগিতায়। এরপর পাকাপাকিভ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় লাইব্রেরীটি।

কেটে যায় সময়। আসে '৭১ সা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক পড়ে য ফের পড়ে আরেক কালো থাবা। এ প্রকৃতির ধ্বংস নয়। হানাদার পাকি বাহিনীর রক্তচক্ষুর কবলে প লাইব্রেরীটি। তৎকালীন লাইব্রেরি স্থানীয় সুধীমহল এবং সর্বো মুক্তিযোদ্ধারা লাইব্রেরী যে যেভ পেরেছে বইপুস্তক রক্ষা করেছে। বর্ত লাইব্রেরিয়ান নূরুল ইসলাম মোল্লা সময় লাইব্রেরী রক্ষায় বড় ভূমিকা রা বইগুলো হেফাজতে রেখে। প্রসঙ্গত, 'মোল্লাভাই' '৫২-এর ভাষা আন্দোল অন্যতম সৈনিক।

দেশ স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জনের লাইব্রেরী ফিরে পায় তার প্রাণ। তবে ক্ষতি করে যায় হানাদাররা সে ক্ষতি প হওয়া কষ্টসাধ্য। সব কিছু ছা বর্তমানে বই সংখ্যা ২৩ হাজারে বেশি। সদস্য সংখ্যা ৩ হাজারের হলেও নিয়মিত প্রায় ৩শ' জন। রয়ে আজীবন সদস্য। সমস্যা দেখা দি বহু মূল্যবান বইয়ের খোঁজ মিলছে এর বড় একটি কারণ জনবলের অভ রয়েছে আর্থিক সমস্যা। অনুদান যা তা রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক মেটাতে চলে যায়। বই সংগ্রহ একটা সদস্যা। এ ক্ষেত্রে রয়েছে উ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার অভাব। ভবনে লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত অবকাঠামো সুবিধাটি দূর হবে। এখনও হয়নি। অত্যন্ত মূল্যবান বইগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় সংরক্ষ উদ্যোগ নেয়া দরকার। দরকার জন সবার আগে দরকার লাইব্রে নবনির্মিত ভবনে পার করা, যা নি হয়েছে পার্কেরই মধ্যে।